যুগান্তর

16 SEP 2009
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

রাবির দুই হাজার ভর্তির আবেদনপত্রসহ আটক ২

রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগের ২০০৮-'০৯ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথমবর্ষের দুই হাজার আবেদনপত্রসহ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মচারী ও তার সহযোগীকে আটক করেছে পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সোমবার রাতে মতিহার থানা পুলিশ ঢাকাগামী বাস থেকে তাদের আটক করে।

ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার তিন বছর পর্যন্ত অকৃতকার্য হওয়া প্রার্থীদের আবেদনপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট বিভাগে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। সংরক্ষিত এসব আবেদনপত্র কিভাবে বাইরে গেল—তা তদন্তে ব্যবস্থাপনা বিভাগে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। আবেদনপত্রের ছবি এবং তথ্য জালিয়াতির কাজে ব্যবহার হতো বলে পুলিশের ধারণা।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাত ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পার্শ্ববর্তী কাটাখালী পুলিশ ফাঁড়ির কাছে রাজশাহী-ঢাকা মহাসড়ক থেকে ঢাকাগামী আরএইচ পরিবহনের একটি বাসে তল্লাশি চালিয়ে আবেদনপত্রসহ দু'জনকে আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী মিজানুর রহমান এবং তার সহযোগী গার্মেন্টস কর্মী রফিকুল ইসলাম। দু'জনই গাজীপুরের বোর্ড বাজার এলাকার বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, মোবাইল ফোনের সিমকার্ড, ডিভি লটারি কিংবা ভর্তি জালিয়াতির কাজে ভর্তি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া এসব আবেদনপত্রের ছবি এবং তথ্য ব্যবহার করার জন্য এই চক্র এসব হাতিয়ে নিয়ে থাকতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা। মঙ্গলবার সকালে ৫৪ ধারায় আটক দু'জনকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। ব্যবস্থাপনা বিভাগের সভাপতি জুনাঈদ কবির বলেন, কারা এর সঙ্গে জড়িত তা অনুসন্ধানে মঙ্গলবার বিভাগের জরুরি সভায় বিভাগের শিক্ষক সৈয়দ আলী রেজাকে আহ্বায়ক এবং ড. সাইফুল ইসলাম ও জাফর সাদিককে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।